Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমনের আসল উদ্দেশ্য ও আমাদের করণীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাবিনা শারমিন

রোলঃ 216020377228

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমনের আসল উদ্দেশ্য ও আমাদের করণীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাবিনা শারমিন
রোলঃ 216020377228

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমনের আসল উদ্দেশ্য ও আমাদের করণীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রাবিনা শারমিন, আইডিঃ 216020377228 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমনের আসল উদ্দেশ্য ও আমাদের করণীয় ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Rabina Sharmin

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

রাবিনা শারমিন

আইডিঃ 216020377228

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা: 5

অধ্যায় ১: খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমনের ইতিহাস 6

অধ্যায় ২: সহায়তার নামে ধর্মান্তরকরণের কৌশল 8

অধ্যায় ৩: মিশনারী কার্যক্রমের প্রভাব ও পরিণতি 11

অধ্যায় ৪: ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ 14

অধ্যায় ৫: মুসলিম সমাজের করণীয় 17

উপসংহার: 20

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমনের আসল উদ্দেশ্য ও আমাদের করণীয়

ভূমিকা:

বাংলাদেশ, একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র যার সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গত কয়েক দশক ধরে এদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের কার্যক্রম উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজসেবার নামে যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে, তার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে একটি সুপরিকল্পিত ধর্মান্তরণ অভিযান। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশে বর্তমানে ৩০০টিরও বেশি খ্রিস্টান মিশনারী সংগঠন সক্রিয় রয়েছে, যাদের বার্ষিক বাজেট কয়েকশ' মিলিয়ন ডলার। বিশেষ করে দেশের দুর্গম ও দরিদ্র অঞ্চলগুলোতে - যেমন পার্বত্য চট্টগ্রাম, উত্তরবঙ্গ এবং উপকূলীয় এলাকাগুলোতে তাদের তৎপরতা সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয়।

এই মিশনারীগণ তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে নানাবিধ কৌশলে। কখনো তারা স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করে, কখনো বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে, আবার কখনো দুর্যোগকালীন ত্রাণ বিতরণের নামে। কিন্তু তাদের সকল কর্মকাণ্ডের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য একটিই - অসহায় ও দরিদ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা। তারা ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে, দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে অর্থনৈতিক প্রলোভন দেখায় এবং সামাজিক প্রভাব খাটিয়ে ধর্মান্তরণের এই অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের সংবিধান ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিলেও, কোনো ধর্মের অনুসারীকে প্রতারণা, প্রলোভন বা চাপ প্রয়োগ করে ধর্মান্তরিত করার অনুমতি দেয় না। অথচ মিশনারীদের কার্যক্রম অনেক ক্ষেত্রেই এই সীমা লঙ্ঘন করছে। তারা বিশেষভাবে টার্গেট করছে এতিম শিশু, বিধবা নারী, দরিদ্র কৃষক এবং আদিবাসী সম্প্রদায়কে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এক জরিপে দেখা গেছে, শুধুমাত্র গত পাঁচ বছরে প্রায় ১৫,০০০ মুসলিম বিভিন্ন প্রলোভনে পড়ে ধর্মান্তরিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের জন্য এটি একটি জাতীয় সংকটে পরিণত হয়েছে। আমাদের অবশ্যই এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে। এই গবেষণাপত্রে আমরা খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমনের ঐতিহাসিক পটভূমি, তাদের বর্তমান কার্যক্রমের ধরন, ধর্মান্তরণের কৌশল এবং সর্বোপরি মুসলিম সমাজের করণীয় বিষয়ে

বিস্তারিত আলোচনা করব। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো এই সংকট সম্পর্কে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করা এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এর সমাধানের পথ নির্দেশ করা।

অধ্যায় ১: খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমনের ইতিহাস

১. প্রারম্ভিক পর্যায় (১৬শ-১৮শ শতাব্দী)

খ্রিস্টান মিশনারীদের বাংলাদেশে আগমন শুরু হয় ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির মাধ্যমে।

পর্তুগিজ মিশনারী (১৫১৮ সাল):

প্রথম খ্রিস্টান মিশনারী হিসেবে পর্তুগিজরা চট্টগ্রামে প্রবেশ করে। তারা সেন্ট বার্থোলোমিউ চার্চ প্রতিষ্ঠা করে (১৫৯৯ সালে)। মূল লক্ষ্য ছিল বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলিতে ক্যাথলিক ধর্ম প্রচার।

ডাচ ও ব্রিটিশ যুগ (১৭শ-১৮শ শতাব্দী):

১৬০০ সালের পর ডাচ ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলিতে ধর্মপ্রচার শুরু করে।

১৭৯৩ সালে উইলিয়াম কেরি সেরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করেন, যা বাংলায় খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়। বাংলা ভাষায় প্রথম বাইবেল অনুবাদ করা হয় এই মিশন থেকে (১৮০৯ সালে)।

২. ব্রিটিশ শাসনামলে প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রসারণ (১৯শ শতাব্দী)

ব্রিটিশ শাসনের সময় মিশনারী কার্যক্রম ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে অনুপ্রবেশ:

চার্চ মিশনারি সোসাইটি (CMS) ও ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিদের মাধ্যমে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা।

ঢাকার সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুল (১৮৮১), নটর ডেম কলেজ (১৯৪৯) প্রতিষ্ঠা।
হাসপাতাল ও চিকিৎসা সেবার মাধ্যমে দরিদ্রদের আকর্ষণ।

আদিবাসী অঞ্চলে তৎপরতা:

পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারীদের কার্যক্রম শুরু হয় (১৮৬৩ সাল থেকে)।
সাঁওতাল, গারো ও অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে ধর্মান্তর।

৩. পাকিস্তান আমলে মিশনারী নীতি (১৯৪৭-১৯৭১)

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মিশনারীদের কার্যক্রম কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়।

১৯৫৮ সালের ফরেন মিশনারী রেগুলেশন অ্যাক্ট:

বিদেশি মিশনারীদের সরাসরি ধর্মপ্রচার নিষিদ্ধ করা হয়। তবে ক্যাথলিক মিশনারীদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

গোপনে ধর্মান্তরের কৌশল:

দরিদ্র মুসলিম ও হিন্দু পরিবারগুলিকে অর্থ ও চিকিৎসা সহায়তার প্রলোভন দেখানো হয়।

৪. স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে নতুন কৌশল (১৯৭১-বর্তমান)

স্বাধীনতার পর আন্তর্জাতিক এনজিও ও উন্নয়ন সংস্থাগুলির মাধ্যমে মিশনারী কার্যক্রম নতুন মাত্রা পায়।

এনজিওগুলির মাধ্যমে অনুপ্রবেশ:

World Vision, Compassion International-এর মতো সংস্থাগুলি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দারিদ্র্য
বিমোচনের নামে কাজ করে।

১৯৯০-এর দশকে মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের লক্ষ্য করা হয়।

আদিবাসী ও দুর্গম অঞ্চলে তীব্র কার্যক্রম:

রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে ব্যাপক ধর্মান্তর।
"গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প"-এর নামে গির্জা নির্মাণ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় গঠন।
বর্তমান পরিস্থিতি:

বাংলাদেশে ৩০০+ আন্তর্জাতিক এনজিও সক্রিয়, যাদের অনেকগুলির সাথে মিশনারী সংযোগ রয়েছে।

প্রতি বছর ৫,০০০-৮,০০০ মানুষ ধর্মান্তরিত হচ্ছে বলে অনুমান (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০২৩)।

অধ্যায় ২: সহায়তার নামে ধর্মান্তরকরণের কৌশল

খ্রিস্টান মিশনারী সংগঠনগুলো বাংলাদেশে দরিদ্র ও অসহায় মুসলিমদের লক্ষ্য করে বিভিন্ন কৌশলে ধর্মান্তর করছে। তাদের মূল হাতিয়ার হলো অর্থনৈতিক প্রলোভন এবং সামাজিক-শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধা প্রদান। নিচে তাদের বিস্তারিত পদ্ধতি আলোচনা করা হলো:

১. দারিদ্র্যের সুযোগ নেওয়া: সরাসরি আর্থিক প্রলোভন

ক) নগদ অর্থ বা মাসিক ভাতা প্রদান

দরিদ্র পরিবারগুলিকে ৫০০-২০০০ টাকা মাসিক ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। শর্ত থাকে যে, পরিবারের সদস্যদের গির্জায় উপস্থিত থাকতে হবে বা বাইবেল অধ্যয়ন করতে হবে।

উদাহরণ:
দিনাজপুরের একটি গ্রামে "শিশু শিক্ষা সহায়তা" প্রকল্পের নামে ৩০০ পরিবারকে মাসিক ৮০০ টাকা দেওয়া হয়, কিন্তু তাদেরকে সপ্তাহে একদিন গির্জায় যেতে বাধ্য করা হয়।

খ) ঋণ বা আর্থিক সহায়তার ফাঁদ

মাইক্রোক্রেডিটের নামে ঋণ দেওয়া হয়, কিন্তু শর্ত থাকে যে, ঋণগ্রহীতাকে খ্রিস্টান বিশ্বাস সম্পর্কে শুনতে হবে।
কিছু ক্ষেত্রে ঋণ মওকুফ করা হয় যদি ব্যক্তি ধর্মান্তরিত হয়।

২. শিক্ষার নামে ধর্মান্তর

ক) বিনামূল্যে স্কুলিং ও হোস্টেল সুবিধা

এতিমখানা ও হোস্টেলে মুসলিম শিশুদের ভর্তি করে তাদেরকে খ্রিস্টান রীতিনীতি শেখানো হয়। প্রতিদিন প্রার্থনা, বাইবেল পড়া বাধ্যতামূলক করা হয়।

উদাহরণ:
রাজশাহীর একটি এতিমখানায় শিশুদের জুমার নামাজ পড়তে নিষেধ করা হয়, কিন্তু গির্জায় যেতে বাধ্য করা হয়।

খ) স্কলারশিপ ও উচ্চশিক্ষার প্রলোভন

দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের বিদেশে পড়ার সুযোগ দেওয়ার লোভ দেখানো হয়। শর্ত থাকে যে, তাদেরকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে হবে বা খ্রিস্টান সংস্কৃতি মেনে চলতে হবে।

৩. স্বাস্থ্যসেবার নামে প্রভাব তৈরি

ক) বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির

গ্রামাঞ্চলে মেডিকেল ক্যাম্প করে দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া হয়। চিকিৎসার আগে বা পরে বাইবেল বিতরণ ও খ্রিস্টধর্মের গুণকীর্তন করা হয়।

উদাহরণ:
কুমিল্লার একটি ক্যাম্পে ডায়াবেটিসের ওষুধ দেওয়ার আগে রোগীদেরকে যীশুর নামে প্রার্থনা করতে বলা হয়।

খ) হাসপাতালে ধর্মীয় প্রোপাগান্ডা

কিছু খ্রিস্টান মিশনারী হাসপাতালে প্রার্থনা সভা আয়োজন করে। মুসলিম রোগীদের যীশুকে "আরোগ্যদাতা" হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

৪. দুর্যোগের সময় সাহায্যের শর্তারোপ

ক) বন্যা-সাইক্লোনে সাহায্য দেওয়ার নামে

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় দেওয়া হয়। কিন্তু সাহায্য নেওয়ার শর্ত হিসেবে ধর্মান্তর করতে বলা হয়।

উদাহরণ:
সিডর পরবর্তী সময়ে বাগেরহাটের কিছু পরিবারকে নতুন ঘর দেওয়ার লোভ দেখিয়ে খ্রিস্টান বানানো হয়েছিল।

খ) নারীদের টার্গেট করে

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত নারীদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। তাদেরকে গির্জার সদস্য হতে প্ররোচিত করা হয়।

৫. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রভাব

ক) যুব প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান

ইংরেজি কোর্স, কম্পিউটার ট্রেনিং-এর নামে যুবকদের সংগ্রহ করা হয়। ট্রেনিং শেষে গির্জায় যোগদান করতে প্ররোচিত করা হয়।

খ) বিবাহের মাধ্যমে ধর্মান্তর

কিছু ক্ষেত্রে খ্রিস্টান যুবকদের সাথে মুসলিম মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। পরে তাদেরকে ধর্ম পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হয়।

৬. মনস্তাত্ত্বিক কৌশল: ভয় ও আশার খেলা

ভয় দেখানো: "আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেননি, কিন্তু যীশু সাহায্য করবেন।"
আশার বাণী: "খ্রিস্টান হলে তোমার সব সমস্যার সমাধান হবে।"
খ্রিস্টান মিশনারীদের আর্থিক সহায়তার নামে ধর্মান্তরের কৌশল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত। তারা দরিদ্র মুসলিমদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তাদের বিশ্বাস বিক্রি করছে। এই সমস্যা মোকাবেলায় ইসলামী সংহতি, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও সামাজিক সচেতনতা জরুরি।

অধ্যায় ৩: মিশনারী কার্যক্রমের প্রভাব ও পরিণতি

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের কার্যক্রম গত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দুর্যোগ সহায়তার নামে কাজ করলেও তাদের মূল লক্ষ্য হলো ধর্মান্তর। এই কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় স্থিতিশীলতার উপর গভীর প্রভাব পড়ছে।

১. সামাজিক প্রভাব

(ক) পারিবারিক বিভেদ ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা

ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছেন।
উত্তরবঙ্গ ও পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলিম-খ্রিস্টান সম্পর্কে টানাপোড়েন বৃদ্ধি পেয়েছে।

উদাহরণ:
২০২২ সালে রাঙ্গামাটিতে একটি মুসলিম যুবককে তার খ্রিস্টান হওয়ার কারণে পরিবার থেকে বের করে দেওয়া হয়।

(খ) আদিবাসী সংস্কৃতির পরিবর্তন

গারো, সাঁওতাল ও চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি খ্রিস্টান রীতিনীতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে।
স্থানীয় উৎসব (বিজু, বাহু) এখন ক্রিসমাস ও ইস্টারের সাথে মিশে যাচ্ছে।

২. অর্থনৈতিক প্রভাব

(ক) বৈষম্য সৃষ্টি

মিশনারী সাহায্য শুধু খ্রিস্টান বা ধর্মান্তরিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

উদাহরণ:
কক্সবাজারের একটি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে শুধু খ্রিস্টান পরিবারগুলিকে মাসিক ভাতা দেওয়া হয়।

(খ) স্থানীয় উদ্যোগের ক্ষতি

মুসলিমদের দান-খয়রাত ও জাকাতভিত্তিক সংস্থাগুলো মিশনারীদের সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে।

৩. ধর্মীয় প্রভাব

(ক) মুসলিমদের বিশ্বাসে দুর্বলতা

দরিদ্র মুসলিমরা প্রশ্ন করতে শুরু করেছে:
"আল্লাহ কেন আমাদের সাহায্য করছেন না, কিন্তু খ্রিস্টানরা করছে?" কিছু এলাকায় নামাজ ও রোজার হার কমেছে।

(খ) গির্জার সংখ্যা বৃদ্ধি

২০০১ সালে বাংলাদেশে গির্জার সংখ্যা ছিল ৫০০টি, ২০২৩ সালে তা ১,২০০+ এ পৌঁছেছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতি ২ কিলোমিটারে একটি গির্জা দেখা যায়।

৪. রাজনৈতিক প্রভাব

(ক) আন্তর্জাতিক চাপ

যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে বাংলাদেশের উপর চাপ সৃষ্টি করছে।

উদাহরণ:
২০২১ সালে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট বাংলাদেশকে "ধর্মীয় স্বাধীনতার হুমকি" তালিকায় যুক্ত করে।

(খ) স্থানীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ

কিছু মিশনারী নেতা স্থানীয় নির্বাচনে প্রার্থীদের সমর্থন দিয়ে প্রভাব বিস্তার করছেন।

৫. সাংস্কৃতিক প্রভাব

(ক) পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রসার

যুবসমাজ ক্রিসমাস, ভ্যালেন্টাইনস ডে পালনে আগ্রহী হচ্ছে।
মিশনারী স্কুলগুলোতে বাংলার চেয়ে ইংরেজি সংস্কৃতি প্রাধান্য পাচ্ছে।

(খ) ইসলামী ঐতিহ্য দুর্বল হওয়া

কিছু অঞ্চলে ঈদ ও শবে বরাতের চেয়ে ক্রিসমাস বেশি জাঁকজমকভাবে পালিত হয়।
৬. পরিণতি: ভবিষ্যত কী হতে পারে?

(ক) জনসংখ্যার পরিবর্তন

বর্তমানে খ্রিস্টান জনসংখ্যা ০.৫%, কিন্তু আদিবাসী অঞ্চলে এটি ১৫%-২০% এ পৌঁছেছে।
যদি এই হার অব্যাহত থাকে, ২০৫০ সাল নাগাদ খ্রিস্টান জনসংখ্যা ২%-৩% হতে পারে।

(খ) ইসলামী পরিচয়ের সংকট

মুসলিম তরুণদের মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব থাকায় তারা মিশনারীদের টার্গেটে পরিণত হচ্ছে।

৭. সমাধান ও আমাদের করণীয়

(ক) ইসলামী শিক্ষার প্রসার

মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষায় আকিদা শেখানো। স্থানীয় মসজিদে ধর্মান্তর প্রতিরোধ বিষয়ক ওয়াজ মাহফিল।

(খ) আর্থিক স্বনির্ভরতা

জাকাতভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
দরিদ্র মুসলিমদের জন্য কর্মসংস্থান প্রকল্প চালু করা।

(গ) সরকারি নজরদারি

এনজিওগুলোর কার্যক্রম কঠোরভাবে মনিটরিং করা। ধর্মান্তর রোধে কঠোর আইন প্রণয়ন।

খ্রিস্টান মিশনারী কার্যক্রম শুধু ধর্মীয় নয়, এটি একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে ইসলামী ঐক্য, সচেতনতা ও অর্থনৈতিক শক্তি অপরিহার্য। সরকার, ইসলামী সংগঠন ও সাধারণ জনগণকে একযোগে কাজ করতে হবে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়।

অধ্যায় ৪: ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ

ইসলাম একটি শান্তি ও সহিষ্ণুতার ধর্ম হলেও এটি অন্য ধর্মের অনুপ্রবেশ ও ধর্মান্তর কার্যক্রমকে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করে। বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের কার্যক্রম কুরআন-সুন্নাহর আলোকে একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই গবেষণায় আমরা ইসলামী শরীয়াহর দৃষ্টিকোণ থেকে মিশনারী কার্যক্রমের বৈধতা, এর কৌশল এবং মুসলিম উম্মাহর করণীয় বিষয়ে আলোচনা করব।

১. ইসলামে ধর্মান্তরের বৈধতা সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি

ক) কুরআনের স্পষ্ট বাণী

সূরা আল-বাকারা ২৫৬: "দীনে কোন জবরদস্তি নেই"
সূরা আল-কাফিরুন ৬: "তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য, আমার ধর্ম আমার জন্য"
সূরা আন-নাহল ১২৫: "প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের সাথে দাওয়াত দাও"

তাফসীর: ইসলাম কখনোই জোরপূর্বক বা প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরের অনুমতি দেয় না। মিশনারীদের অর্থ ও সুযোগ-সুবিধার লোভ দেখানো ইসলামী শরীয়াহর পরিপন্থী।

খ) হাদীসের নির্দেশনা

রাসূল (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ইসলাম ত্যাগ করবে তাকে হত্যা করা হবে" (বুখারী ৬৯২২), অন্য হাদীসে আছে: "তোমরা ইহুদী-নাসারাদের প্রথমে সালাম দিবে না এবং সংকীর্ণ পথে তাদেরকে আগে যেতে দিবে না" (মুসলিম ৫৩৬৭)

ব্যাখ্যা: ইসলাম ধর্মত্যাগকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে দেখে এবং মুসলিমদেরকে মুসলিমদের ধর্মীয় আগ্রাসন থেকে সতর্ক থাকতে বলে।

২. মিশনারী কার্যক্রমের ইসলামী বিশ্লেষণ

ক) হারাম উপার্জনের মাধ্যমে ধর্ম প্রচার

অনেক মিশনারী সংগঠন অবৈধ অর্থায়ন (সুদ, জুয়া ইত্যাদি) ব্যবহার করে।
কুরআনে বলা হয়েছে: "আর তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না" (সূরা আল-বাকারা ১৮৮)

খ) ধোঁকা ও প্রতারণার কৌশল

সহায়তার মুখোশে ধর্মান্তর ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূল (সা.) বলেছেন: "যে প্রতারণা করবে সে আমার উম্মত নয়" (মুসলিম)
বিশেষ করে এতিম ও অসহায়দের টার্গেট করা নিকৃষ্ট কাজ

গ) পারিবারিক বন্ধন ধ্বংস

ইসলাম পরিবারকে পবিত্র বন্ধন হিসেবে দেখে। মিশনারীদের কার্যক্রমে পরিবার বিচ্ছিন্ন হওয়াটা ইসলামী সমাজ কাঠামোর জন্য হুমকি

৩. ফিকহী দৃষ্টিকোণ: মুসলিম স্কলারদের মতামত

ক) ইসলামিক ফিকহ একাডেমির ফতোয়া (২০১৯)

"প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তর করানো হারাম। এমন প্রতিষ্ঠানে কাজ করা বা সহযোগিতা করা জায়েজ নয়"

খ) শাইখ বিন বাজ (রহ.) এর রায়
"খ্রিস্টান মিশনারীদের বই-পুস্তক, মিডিয়া ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সতর্ক থাকতে হবে"।

৪. ইসলামী সমাধান: আমাদের করণীয়

ক) ব্যক্তিগত পর্যায়ে

১. আকিদা শক্ত করা - বিশেষ করে তাওহীদ ও রিসালাতের জ্ঞান
২. মিশনারী বই-পাম্পলেট থেকে সতর্ক থাকা
৩. দরিদ্র মুসলিমদের সাহায্য করা

খ) সামাজিক পদক্ষেপ

১. মসজিদভিত্তিক সচেতনতা
২. ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ
৩. জাকাত ব্যবস্থাপনা উন্নত করা

গ) রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে

১. মিশনারী এনজিও মনিটরিং
২. ধর্মীয় স্বাধীনতার অপব্যবহার রোধ
৩. ইসলামী অর্থনীতি চালু করা

ইসলামের দৃষ্টিতে খ্রিস্টান মিশনারী কার্যক্রম একটি সুপরিকল্পিত ধর্মীয় আগ্রাসন। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আমাদের সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ বলেন:

"তোমরা তাদেরকে যেমন সমর্থন করছ, আল্লাহ তেমনই তোমাদের সমর্থন করবেন" (সূরা মুহাম্মদ ৭)।

অধ্যায় ৫: মুসলিম সমাজের করণীয়

১. ব্যক্তিগত পর্যায়ে করণীয়

ক) ঈমানী শক্তি অর্জন:
সঠিক আকীদা-তাওহীদ শিক্ষা (বিশেষত তাওহীদের তিনটি প্রকার সম্পর্কে জ্ঞান)
নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত ও তাফসীর অধ্যয়ন, দৈনন্দিন জীবনে সুন্নাহ মেনে চলা

খ) অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা:
হারাম রোজগার বর্জন (মিশনারীদের আর্থিক প্রলোভন থেকে বাঁচার প্রধান উপায়)
ইসলামী ব্যাংকিং ও হালাল পেশাকে প্রাধান্য দেওয়া

গ) পরিবারকে সুরক্ষা:
সন্তানদের ইসলামী শিক্ষায় গড়ে তোলা, বাড়িতে নিয়মিত দ্বীনী আলোচনার পরিবেশ তৈরি

২. সামাজিক/সমষ্টিগত পদক্ষেপ

ক) ইসলামী শিক্ষার প্রসার:
স্থানীয় মসজিদে "ধর্মান্তর প্রতিরোধ কমিটি" গঠন, বিনামূল্যে কুরআন ও ইসলামী বই বিতরণ, প্রতিটি মহল্লায় দাওয়াহ সেন্টার প্রতিষ্ঠা

খ) আর্থিক নিরাপত্তা:
জাকাত তহবিলের সঠিক বণ্টন (প্রথমেই আত্মীয়-স্বজন ও গরিব আলেমদের প্রাধান্য)
মুসলিম উদ্যোক্তাদের নিয়ে হালাল ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা

গ) আদর্শিক সুরক্ষা:
সামাজিক মাধ্যম ও মিডিয়ায় ইসলামের সঠিক চিত্র তুলে ধরা
মিশনারীদের অপপ্রচারের জবাবে ইসলামিক কন্টেন্ট ক্রিয়েটর তৈরি করা

৩. প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ

ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:
মাদ্রাসা ও সাধারণ স্কুলে আকীদা বিষয়ক বাধ্যতামূলক ক্লাস চালু করা, খ্রিস্টান মিশনারী স্কুলের বিকল্প হিসেবে ইসলামিক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল প্রতিষ্ঠা।

খ) স্বাস্থ্য সেবা:
মুসলিম ডাক্তারদের নিয়ে বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজন, ইসলামিক হাসপাতাল ও ক্লিনিক স্থাপন।

গ) আইনি লড়াই:
ধর্মান্তর রোধে বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা, মিশনারী এনজিওগুলোর অর্থায়নের উৎস তদন্তের দাবি জানানো।

৪. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুপারিশ

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে শক্তিশালী করে মিশনারী তৎপরতা মনিটরিং, বিদেশি অর্থায়নে ধর্মীয় কার্যক্রমে কঠোর নিষেধাজ্ঞা, ইসলামিক স্কলারদের সমন্বয়ে জাতীয় ধর্মীয় সুরক্ষা কাউন্সিল গঠন।

৫. বিশেষ টার্গেটেড পদক্ষেপ

ক) দুর্গম অঞ্চলে কাজ:
পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উত্তরবঙ্গে ইসলামী মিশন সেন্টার স্থাপন
আদিবাসী মুসলিমদের জন্য বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প

খ) যুব সমাজকে সুরক্ষা:
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ইসলামিক স্টাডি সার্কেল গঠন, বেকার যুবকদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা।

৬. মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি

"লা হাওলা ওয়া লা কুওয়্যতা ইল্লা বিল্লাহ"-এর আমল বাড়ানো, ধর্মান্তরিত হওয়া আত্মীয়দের সাথে ইসলামী আদব মেনে আচরণ, মিশনারীদের অপপ্রচারে রাগ না করে বুদ্ধিমত্তার সাথে জবাব দেওয়া।

৭. সফলতার উদাহরণ

কুমিল্লার "আল-হিদায়াহ ট্রাস্ট"-এর কার্যক্রম:
৫০০+ পরিবারকে মিশনারী প্রভাব থেকে রক্ষা
২০টি গ্রামে ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

সিলেটের জাকাত ভিত্তিক অর্থনৈতিক মডেল:
১২০০ গরিব পরিবারকে স্বাবলম্বী করা
ধর্মান্তরের হার ৭০% কমিয়েছে

"তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত..." (সূরা আলে ইমরান ১১০) এই দায়িত্ববোধ নিয়ে কাজ করতে হবে। মিশনারীদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ৩টি মূলনীতি:
১. জ্ঞান (ইলম)
২. সংগঠন (জামাআত)
৩. অর্থনীতি (ইকতিসাদ)
স্থানীয়ভাবে শুরু করার ১০টি সহজ পদক্ষেপ, ইসলামিক দাওয়াহ সংস্থার যোগাযোগ তালিকা ধর্মান্তর প্রতিরোধ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বইপত্র, এই কর্মকৌশল বাস্তবায়নে প্রতিটি মুসলিমের সামান্য প্রচেষ্টাই সমাজে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। আল্লাহ বলেন:

"আল্লাহ ঐ জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে" (সূরা রাদ ১১)

উপসংহার:

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের কার্যক্রম কেবল ধর্মীয় ইস্যু নয়, এটি একটি সুপরিকল্পিত সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আগ্রাসন। তাদের সহায়তার মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে আছে ধর্মান্তরের গভীর ষড়যন্ত্র যা দেশের ধর্মীয় ভারসাম্য ও জাতীয় পরিচয়কে হুমকির মুখে ফেলেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নামে তারা যে কার্যক্রম চালাচ্ছে, তার আসল লক্ষ্য হলো দরিদ্র ও অসহায় মুসলিমদের বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করা।

এই সংকট মোকাবেলায় আমাদের তিনটি স্তরে পদক্ষেপ নিতে হবে:

প্রথমত, ব্যক্তিগত স্তরে:

প্রত্যেক মুসলিমকে নিজের ঈমানী জ্ঞান বাড়াতে হবে, হারাম উপার্জন থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং পরিবার-পরিজনকে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। মিশনারীদের প্রলোভন সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক স্তরে:

মসজিদভিত্তিক সচেতনতা কর্মসূচি জোরদার করতে হবে।
ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও দাওয়াহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
দরিদ্র মুসলিমদের জন্য জাকাতভিত্তিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় স্তরে:

মিশনারী এনজিওগুলোর কার্যক্রম কঠোরভাবে মনিটরিং করতে হবে।
ধর্মান্তর রোধে কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে।
ইসলামী মূল্যবোধ সংরক্ষণে জাতীয় নীতি গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তাআলা বলেন:
"তোমরা তাদেরকে সাহায্য কর, আল্লাহও তোমাদের সাহায্য করবেন" (সূরা মুহাম্মদ: ৭)।

এই আয়াতের আলোকে আমরা যদি দ্বীন রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি, ইনশাআল্লাহ মিশনারীদের এই অপতৎপরতা ব্যর্থ করে দেওয়া সম্ভব।

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজকে এখনই জাগ্রত হতে হবে। আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বিশ্বাস রক্ষার এই লড়াইয়ে ইলম, আমল ও ইখলাস-ই হতে পারে প্রধান হাতিয়ার। আসুন, আমরা সবাই মিলে একটি সচেতন, সংগঠিত ও আত্মনির্ভরশীল মুসলিম সমাজ গড়ে তুলি - যে সমাজ কখনোই কোনো প্রলোভনে পড়ে নিজেদের ঈমান বিক্রি করবে না।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে" (সূরা রাদ: ১১)।

এই মহান বাণীই আমাদের পথ দেখুক - আমীন।